



ড. আসরফী খাতুন

লিটল ম্যাগাজিন পুরস্কার

পরিচিতি

ড. আসরফী খাতুন-এর সম্পাদিত 'লালপরি-নীলপরি' (শিশুসাহিত্য বিষয়ক) পত্রিকার জন্ম হয় আজ থেকে দীর্ঘ ১৫ বছর আগে ২০০২ সালে নদিয়া জেলায় ধুবুলিয়ায় নিখিল ভারত শিশুসাহিত্য সম্মেলনে। শিশুদের প্রতি ভালোবাসা ও তাদেরকে সুস্থ সংস্কৃতি ও সাহিত্যমুখি করে তোলার দায়বদ্ধতা থেকেই 'লালপরি-নীলপরি'-র উদ্ভব। বড়োদের সাহিত্য বহুল প্রচারিত হলেও শিশুদের সাহিত্যের প্রতি এক ধরনের অবজ্ঞা-অবহেলা রয়েই যায়। মনখারাপ থেকেই লালপরি-নীলপরি মনের আকাশে ডানা মেলে। তারা আজ ষোড়শী।

'লালপরি-নীলপরি' প্রথম দিকে ত্রৈমাসিক পত্রিকা হিসাবে দীর্ঘ আট বছর প্রকাশিত হয় তারপর ২০১১ সাল থেকে বিশেষ সংখ্যারূপে 'রবীন্দ্র-নজরুল' সংখ্যা ও 'স্বামী বিবেকানন্দ' সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এরপর দুটি শিশুসাহিত্য বিশেষ সংখ্যারূপে লালপরি-নীলপরি প্রকাশিত হলে মানুষের কাছে কদর আরো বেড়ে যায়। সেই উৎসাহ থেকেই এই পত্রিকাটির বর্তমান সংখ্যাটি কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর শিশুসাহিত্য নিয়ে।

গুণমাত্র পত্রিকা সম্বন্ধে বললেই বলা সম্পূর্ণ হয় না, যদি না সম্পাদক সম্পর্কে দু-চার কথা বলা হয়। লালপরি-নীলপরি-র সম্পাদক আসরফী খাতুন-এর স্কুল জীবন থেকে সাহিত্যে হাতেখড়ি। ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প, অণুগল্প, রম্যরচনা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের লেখায় তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর বর্তমান গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৪০টি। আজীবন দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে তাঁর পথচলা। বলা যায় একেবারে শূন্য থেকে তাঁর জীবন শুরু। সারা জীবন কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে আজও তিনি কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত।

বর্তমান এমইউসি উইমেল কলেজ থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অনার্স পাশ করার পর কবিগুরুর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএড এবং বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'বাংলা কথাসাহিত্যে চল্লিশের সময় ও সমাজ' বিষয়ে পিএইচডি করেন। ইউজিসি-র অধীনে 'রবীন্দ্র সাহিত্যে সাধারণ মানুষ' বিষয়ে গবেষণা কর্মটিও গুণীজন কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় বর্তমানের পুরবা হাই স্কুল থেকে। এরপর ২০০১ সাল থেকে বাঁকুড়ার সোনা মুখি কলেজে বাংলা বিভাগে বিভাগীয় প্রধান রূপে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে বর্তমানের জামালপুর মহাবিদ্যালয়ে বিভাগীয় প্রধান রূপে নিযুক্ত আছেন। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে বহু পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত ও সমাদৃত। সাহিত্যচর্চা ও পত্রিকার সম্পাদনার জন্য পেয়েছেন বেশ

* কিছু পুরস্কার ও সংবর্ধনা। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—অরুণা বর্ধন স্মৃতি পুরস্কার, কফিহাউস সাহিত্য পুরস্কার, অভিজিৎ নস্কর স্মৃতি পুরস্কার, অচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় পুরস্কার, দেবু স্মৃতি পুরস্কার, শারদীয় ম্যাসেঞ্জার পুরস্কার, পরত সাহিত্য পুরস্কার, কবিতায়ন পুরস্কার, নতুন গতি-র পক্ষ থেকে সংবর্ধনা এবং বাংলাদেশ থেকে পেয়েছেন চরন সাহিত্য পুরস্কার। এছাড়া সাহিত্য সন্মেলন পুরস্কার, সাহিত্য-সম্মেলন পুরস্কার, বাঙালীর জন্য সাহিত্য পুরস্কার, দিল্লী সঙ্কল্পের রায় সাহিত্য পুরস্কার, অস্ট্রেলিয়া-২০১৮-১৯-এর সাহিত্য পুরস্কার-২০১৭, নতুন গতি স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার-২০১৭, ২৩ পশ্চিম বঙ্গ বাংলা জাগরণে সাহিত্য পুরস্কার-২০১৬ পান।